بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আজকের এই দিনে, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন ইহুদি রাষ্ট্রের সাথে ফিলিস্তিনের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার চুক্তিটি স্বাক্ষর করবে

যে ফিলিস্তিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইসরা' ও মি'রাজের স্থান ... অথচ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারদের বিন্দুমাত্র ভয় না করেই

(অনুবাদকৃত)

গতকাল ১৪/০৯/২০২০ তারিখে France 24 প্রকাশ করে: ("মঙ্গলবার হতে মধ্যপ্রাচ্যে এক নতুন যুগের সূচনা হবে যখন সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ার [সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ] চুক্তিটি স্বাক্ষর করবে, যা অনুষ্ঠিত হবে ওয়াশিংটনে... [সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের সময় বিষয়টি তদারকি করবেন] ... তাদের পাশাপাশি উপসাগরীয় রাষ্ট্র দু'টির পররাষ্ট্র মন্ত্রীরাও থাকবেন যারা চুক্তিটি সম্পাদন করবেন..."। অর্থাৎ, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন আজ মঙ্গলবার কালো রাজধানী ওয়াশিংটনে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের ভয় না করেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইসরা' ও মি'রাজের পবিত্র ভূমির জন্য চরম বিশ্বাসঘাতক চুক্তিটি স্বাক্ষর করবে! এভাবে তারা কেবলমাত্র তাদের পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, যেমনটি ক্যাম্প ডেভিডে মিশরীয় সরকার, অসলো'তে পি.এল.ও, এবং ওয়াদি আরাবা'তে জর্ডান সরকার করেছিল!

এসব চুক্তির আগে-পরেও মুসলিম ভূখণ্ডের শাসকেরা ইহুদি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখত, কিন্তু পর্দার আড়ালে, কিছুটা সংযমশীলতার সাথে, লজ্জার সাথে, এবং সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া চালাতো পর্দার আড়ালে। কিন্তু তাদের মধ্য হতে এগুলো বিলীন হওয়ার পর, এখন সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ঘোষণাটি তাদের জন্য এতটাই 'গর্বের উৎস' হয়ে উঠেছে যে, তারা কোনো অপমান কিংবা লজ্জাবোধ ছাড়াই এটি ঘোষণা করেছে! এই অপমান তাদের উপরই আপতিত হবে, তারা তা স্বীকার করুক বা না করুক, যেমনটি পরিণতি হয়ে থাকে তাদের যারাই দ্বীন এবং উম্মাহ্'র বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ সংঘটিত করে থাকে। ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ﴾ **"যারা অপরাধ করেছে, তারা অতিসত্বর আল্লাহ্'র কাছে পৌঁছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে"।**[আল-আন'আম: ১২৪]।

এটা গুরুতর গুনাহ্গুলোর মধ্যে একটি যা সংঘটিত হচ্ছে, কারণ উম্মাহ্ ও তার সামরিক বাহিনীর পূর্ণদৃষ্টির সম্মুখে স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়াটি দ্রুত এগিয়ে চলেছে! এবং সমগ্র পৃথিবীকে উল্টে তাদের মাথার উপর ফেলতে এবং তাদেরকে অপসারণ করতে মুসলিম সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোন প্রকার নাড়াচাড়া ছাড়াই। তাছাড়া ঘোষিত চুক্তিসমূহে যারা এখনো স্বাক্ষর করেনি তারাও স্বাক্ষরকারীদের চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে নেই, ওমান নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং ইহুদী রাষ্ট্র দ্বারা নিমন্ত্রিত হচ্ছে, কাতার ইহুদী ও গাজার মধ্যে একটি নিরপেক্ষমধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছে: সৌদি শাসকগোষ্ঠী দু'টি পবিত্র মসজিদের (আল-হারামাইন) ভূমিতে এই দানবীয় রাষ্ট্রের যুদ্ধ বিমানের জন্য তার আকাশসীমা উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যারা মুসলিমদের পবিত্র আল-কুদস্ দখল করে রেখেছে!! এবং তুরস্কের সরকার এখনো ফিলিস্তিন দখলকারী ইহুদী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে! নিশ্চয়ই, এটা গুরুতর গুনাহ্সমূহের মধ্যে একটি যা এখন সংঘটিত হচ্ছে, যেন এটি ভাইদের মধ্যে বিবাদমান সাধারণ কোন একটি বিষয় এবং সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের চেয়ে বেশি কিছু নয়!!

হে মুসলিমগণ:

ফিলিস্তিন হচ্ছে পবিত্র ভূমি, আল কুদস্-এর ভূমি, ইসরা' ও মি'রাজের ভূমি, এটি মুসলিমদের হৃদয়ে অবস্থান করছে, যদিওবা তারা সেইসব রুওয়াইবিদাহ্ (অজ্ঞ) শাসকদের দ্বারা আক্রান্ত যেসব শাসকেরা সাম্রাজ্যবাদী কাফিরদের প্রতি আনুগত্যকে বিশ্বজাহানের প্রভূর আনুগত্যের উপরে প্রাধান্য দেয়। ফিলিস্তিন এবং এর আল-কুদস্ হচ্ছে মুসলিমদের ফিলিস্তিন, এসব বিশ্বাসঘাতক শাসকদের নয়। ফিলিস্তিনের দখলদার ইহুদী রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার এই চুক্তি তাদেরকে সেই দিন পর্যন্ত লজ্জা ও অপমানের মুকুট পরিয়ে রাখবে যেদিন সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, কারণ পবিত্র ভূমির দখলদার ইহুদীদের সাথে যুদ্ধের পরে একটি স্মরণীয় দিনে ফিলিস্তিন তার নিজ লোকদের কাছে ফিরে আসবে, যে দিনটি মুসলিম সেনাবাহিনীর তাক্বীর ধ্বনির দ্বারা পরিপূর্ণ হবে; নিশ্চয়ই এটি একটি সত্য প্রতিশ্রুতি যা আল-সাদিক আল-মাসদুক (সাঃ) (সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য) দিয়ে গেছেন। **«لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» "তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে, যতক্ষন না এমনকি একটি পাথরও বলে উঠবে: হে মুসলিম, এখানে এসো, একজন ইহুদী আছে (আমার পিছনে আত্মগোপন করেছে); তাকে হত্যা কর।"** (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

হে মুসলিমগণ:

মুসলিম দেশসমূহের সেনাবাহিনীর সদস্যগণ আপনাদের পুত্র, আপনাদের ভাই, এবং আপনাদেরই নিকটতম, এবং তাদের মধ্যে রয়েছে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ, তাই সত্য দিয়ে তাদের অন্তরকে আলোকিত করুন, এবং দানবীয় ইহুদী সত্তার হাত থেকে ফিলিস্তিনকে রক্ষায় তাদেরকে অনুপ্রেরণা

দিন। এই অবৈধ রাষ্ট্র এটিকে দখল করে রেখেছে এবং সেখানে দুর্নীতির বিস্তার ঘটিয়েছে, এবং মুসলিম দেশগুলোর শাসকদের সমর্থনে এটিকে দূষিত করেছে; এসব দালাল শাসকেরা এই দখলদার সত্তার সাথে যুদ্ধের পরিবর্তে এর নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করেছে! অন্যথায় এই দখলদার সত্তা আজ অবধি টিকে থাকতে পারতো না, কারণ ইহুদীরা মুসলিমদের সাথে সত্যিকারের যুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। ﴿لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ﴾ **"যৎসামান্যকষ্টদেয়াছাড়াতারাতোমাদেরকোনইক্ষতিকরতেপারবেনা।আরযদিতারাতোমাদেরসাথেলড়াইকরে, তাহলেতারাপশ্চাদপসরণকরবে।অতঃপরতাদেরসাহায্যকরাহবেনা"**।[আলি-ইমরান: ১১১]

এই হচ্ছে তাদের বাস্তবতা, এবং এই হচ্ছে তাদের প্রকৃত স্বরূপ, কিন্তু দালাল শাসকেরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবর্তে এবং তাদেরকে আমাদের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করার পরিবর্তে তাদের সাথে সমন্বয় সাধন করেছে, যেমনটি আল-আজিজ আল-হাকিম-এর বক্তব্যে বর্ণিত আছে: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ **"আরতাদেরকেহত্যাকরযেখানেপাওসেখানেইএবংতাদেরকেবেরকরেদাওসেখানথেকেযেখানথেকেতারাবেরকরেছেতোমাদেরকে"**[আল-বাকারা: ১৯১]।অথচএরপরিবর্তে, যালিমশাসকেরাএইভূখণ্ডেইহুদীদের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করেছে! ﴿قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ **"আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে?"**[আল-মুনাফিকুন: ৪]।

হে মুসলিমগণ:

বিষয়টির সুরাহা কেবল সেভাবেই করা সম্ভব যেভাবে শুরুতে করা হয়েছিল: আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা শাসন এবং সেনাবাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা'র শত্রুদের কাঁপিয়ে দেয়, কিন্তু নবুয়্যতের আদলে খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত তা কখনোই বাস্তবায়িত হবে না। খিলাফত রাষ্ট্র ইহুদী সত্তাকে উপড়ে ফেলবে, যা ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পবিত্র ফিলিস্তিনকে অপবিত্র করছে, এবং অতঃপর ফিলিস্তিন পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ভূমিতে ফিরে যাবে, নবুয়্যতের আদলে প্রতিষ্ঠিত প্রিয় রাষ্ট্রের একটি প্রিয় অংশ হিসেবে, আল্লাহ্'র ইচ্ছায় এটি অচিরেই ঘটবে, চারটি বিষয় দ্বারা সুনির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে:

প্রথমত: মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মুসলিম উম্মাহ্'র উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ **"তোমরাই হচ্ছো সরবোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটনা হয়েছে"**।[আলি-ইমরান: ১১০]।

এবং এই জাতি কোন অন্যায় সহ্য করবে না, সুতরাং এই জাতি তার আল-কুদস্'কে ভুলে যাবে না, অত্যাচারী যালিম শাসকেরা যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক না কেন, বরং এই জাতি তাদেরকে অপমানজনকভাবে পদদলিত করবে...

দ্বিতীয়ত: মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুতি: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ﴾ **"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম কাজ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত (শাসনকর্তৃত্ব) দান করবেন"**[আন-নূর: ৫৫]।

এবং, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষথেকে নবুয়্যতের আদলে খিলাফতের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে সুসংবাদ: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ» **"...অতঃপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত, নবুয়্যতের আদলে"** (আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত)।

তৃতীয়ত: ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ এবং তাদেরকে হত্যা করা সম্পর্কে আল-সাদিক আল-মাসদুক (সাঃ) (সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য)-এর হাদিস: «لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» **"তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে, যতক্ষন না এমনকি একটি পাথরও বলে উঠবে: হে মুসলিম, এখানে এসো, একজন ইহুদী আছে (আমার পিছনে আত্মগোপন করেছে); তাকে হত্যা কর।"** (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

চতুর্থত: আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় একটি নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যনিষ্ঠ দল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র ওয়াদা এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) সুসংবাদকে পূরণ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এটি এমন এক অগ্রগামী দল যা তার জনগণের সাথে মিথ্যা বলে না, দূরদৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি সহকারে এটি উম্মাহ্'কে কল্যাণের দিকে ধাবিত করে যা উম্মাহ্'কে গৌরব ও বিজয়ের সাথে পুনরুজ্জীবিত করে, এবং ঈমানদারদের জন্য উভয় দুনিয়াতে বিজয় ও সুসংবাদ বয়ে আনে।

এবং, এমন একটি উম্মাহ্ যার রয়েছে সুনিশ্চিত বিজয়ের এতগুলো স্তম্ভ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় এই উম্মাহ্ তার খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবে, এবং তার আল-কুদস্'কে মুক্ত করবে, এবং অত্যাচারী ও তাদের প্রভু ও সহায়তাকারীদের উৎসকে নির্মূল করবে।

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

"আর সেদিন মু'মিনরা আনন্দিত হবে, আল্লাহ্'র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।"[আর-রূম: ৪-৫]

২৭শে মুহাররম আল-হারাম, ১৪৪২ হিজরী

১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

হিযবুত তাহ্‌রীর